জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

01 সেপ্টেম্বর 2021 (বুধবার)

[সময়কালঃ 01.09.2021- 05.09.2021]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

মধ্যপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত লঘুচাপটি বর্তমানে দুর্বল হয়ে মৌসুমী অক্ষের সাথে মিলিত হয়েছে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় রয়েছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।
মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের অধিকাংশ জেলায় মাঝারী ধরণের বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আউশ:

- জমিতে প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- আউশের জমিতে খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমি থেকে পানি বের করে দিয়ে বিঘাপ্রতি ৫ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে এমিস্টার টপ/টেবুকোনাজল/ফলিকুর ছত্রাকনাশক ব্যবহার করুন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগের জন্য প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট এবং ২০ গ্রাম জিঙ্ক ১০ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাজরা পোকা দমনের জন্য কার্টাপ গ্রুপের কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- গান্ধী পোকা দমনের জন্য কার্বোসালফান গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- বৃষ্টিপাতের পর পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন।

আখ:

- আখের কান্ডের লালপচা (রেড রট) রোগের আক্রমণ হতে পারে। রোগ দেখা মাত্রই জমি থেকে আক্রান্ত গাছ ঝাড়সহ তুলে ফেলতে হবে। অতি দ্রুত আখের জমি হতে পানি বের করে দিতে হবে।
- আখের কান্ডের মাজরা পোকা দমনের জন্য আখের গোড়ার মাটি কোদাল দিয়ে উঠিয়ে দিন। জমিতে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন। পুরানো শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ছাড়িয়ে জড়ো করে পুড়িয়ে অথবা মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে। আক্রান্ত জমিতে ডিম্ব পরজীবী বোলতা ট্রাইকোগ্রামা কাইলোনিস প্রতি সপ্তাহে হেক্টর প্রতি এক গ্রাম পরিমাণ (আনুমানিক ৫০,০০০ টি) অবমুক্ত করতে হবে। কীটনাশকের সাহায্যে কান্ডের মাজরা পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় ভিরতাকো ৪০ ডব্লিউজি (থায়োমেথাক্সাম + ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল) আক্রান্ত আখের ঝাড়ে ভালোভাবে স্প্রে করুন অথবা কারটাপ জাতীয় দানাদার কীটনাশক যেমন- নকোটাপ ৬জি আখের সারির উভয় পাশে অগভীর নালা কেটে নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিন অথবা গাছের গোড়ায় ছিটিয়ে দিন।

- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজির হস্ত পরাগায়নের ব্যবস্থা নিন। বিটল পোকা দেখা দিলে সকাল-বিকাল হাত দিয়ে মেরে ফেলুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজিতে মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- মরিচে মাকড় আক্রমণ করলে এক কেজি আধা ভাঙা নিম বীজ ২০ লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি (ছেকে নেওয়ার পর) পাতার নীচের দিকে স্প্রে করুন। আক্রমণ বেশি হলে মাকড়নাশক ওমাইট ৫৭ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে বা ভার্টিমেক ১.৮ইসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১২ মিলি হারে পাতা ভিজিয়ে স্প্রে করুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- কলাগাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি স্কোর অথবা ২ গ্রাম নোইন বা ব্যাভিস্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাজল/ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- কলার বিটল পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আইসোপ্রোকার্ব (এমআইপিসি) গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পেঁপে গাছে মিলি বাগের আক্রমণ দেখা দিলে আক্রমণের প্রথম দিকে পোকাসহ আক্রান্ত পাতা/কান্ড সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম সাবান পানি অথবা এডমায়ার ২০০ এমএল ০.২৫ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে নিষ্কাশন করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে খড়ের সাথে কাঁচা ঘাস ও হাতে তৈরি দানাদার খাদ্য দিতে হবে। বর্তমানে ধানের খড় সঠিকভাবে সংরক্ষণ করুন।
- রোগ প্রতিরোধে গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গবাদি পশুর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন। ঘরে মশারী বা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- গবাদিপশুকে বজ্রপাত ও বৃষ্টি থেকে নিরাপদে রাখুন।

হাঁস মুরগী:

- রোগ প্রতিরোধে হাঁস মুরগীকে নিয়মিত টীকা দিন।
- হাঁসমুরগীর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন। ঘরে মশারী বা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।

মৎস্য:

- এখন মাছ মজুদের উপযুক্ত সময়। পুকুর প্রস্তুত করুন।
- পুরাতন সব মাছ পুকুর শুকিয়ে বা রোটেনন (২৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট) প্রয়োগ করে ধরে ফেলুন। ২/৩ দিন পর প্রতি শতাংশে ১ কেজি চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার (প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ২০০ গ্রাম, টিএসপি ১০০ গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- সার প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর পানির রঙ সবুজাভ হলে স্তরভিত্তিক মাছের পোনা মজুদ করুন।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রতিবেদন অনুযায়ী **কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া, টাংগাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, রাজবাড়ি, শরিয়তপুর ও ফরিদপুর** জেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। এ জেলাগুলোর জন্য **বন্যা পরবর্তী বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ**:

আমন ধান:

- আমন ধানের বীজতলা ও মূল জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- আমন ধানের বীজতলা তৈরির জন্য উঁচু জায়গা নির্বাচন করুন।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর চারা রোপণ করতে হবে।
- বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে বন্যা সহনশীল জাতের চাষ করতে হবে।
- উঁচু জায়গায় সম্মিলিতভাবে ব্রি ধান ৫১. ৫২ বা বিনা ধান ১১, ১২ এর বীজতলা তৈরি করুন।
- জমির পানি নেমে গেলে চারা রোপণ করুন। মূল জমিতে রোপণের আগে চারাগাছের শিকড় শোধন করে নিন।
- ভাসমান বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- এছাড়াও ব্রি উদ্ভাবিত আলোক সংবেদনশীল উফশী জাত যেমন- বি আর৫, বি আর২২, বি আর২৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪৬ জাতসমূহ১৫ আগস্টের মধ্যে বীজতলায় চারা উৎপাদন করে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপণ করা যাবে। সরাসরি বপনের সময় ৩০ আগস্ট পর্যন্ত।
- স্থানীয় জাত যেমন- নাইজারশাইল ও গাইঞ্জাসহ স্থানীয় জাতসমূহ ১৫ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে রোপণ বা সরাসরি বপনের ক্ষেত্রে ৩০ আগস্টের মধ্যে বপন করতে হবে।
- বন্যায় আক্রান্ত হয়নি এমন বাড়ন্ত ধানের গাছ (রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত) থেকে ২-৩টি কুশি রেখে বাকী কুশি সযত্নে শিকড়সহ তুলে নিয়ে সাথে সাথে অন্য ক্ষেতে রোপণ করা যেতে পারে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর নাবীতে রোপণের ক্ষেত্রে প্রতি গোছায় একটু বেশি করে চারা দিয়ে (৪-৫ টি) এবং ঘন করে (২০X১৫ সে.মি. দূরত্বে) রোপণ করতে হবে।
- বন্যার পানিতে আসা পলির কারণে জমি উর্বর হয়। এ জন্য বিলম্বে রোপণের ক্ষেত্রে দ্রুত কুশি উৎপাদনের জন্য সুপারিশকৃত দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া রোপণের ২০-২৫ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।
- আংশিক বন্যায় আক্রান্ত বীজতলায় ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে চারা একটু সোজা হয়ে উঠলে ৬০ গ্রাম থিওভিট, ৬০ গ্রাম পটাশ সার ও ২০ গ্রাম জিঙ্ক সার ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।
- ধানের ফুল পর্যায়ে বিশেষ করে সুগন্ধি জাতে শীষ ব্লাস্ট রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। সেক্ষেত্রে থোড় অবস্থার শেষ পর্যায়ে ট্রাইসাইক্লাজল ও স্ট্রবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: ট্রুপার ও নেটিভো ৭-১০ দিন ব্যবধানে দুইবার বিকাল বেলায় অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
- বন্যা পরবর্তী সময়ে ধান ক্ষেতে মাজরা, পাতা মোড়ানো এবং পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা যেমন- হাত জাল, পার্চিং, আলোক ফাঁদ এবং অনুমোদিত কীটনাশক যেমন- মাজরা পোকার জন্য ভিরতাকো, পাতা মোড়ানো পোকার জন্য সেভিন/মিপসিন. পামরি পোকার জন্য ডার্সবান/সেভিন অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।
- মাজরা পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য চারা রোপণ করার আগে পাতার অগ্রভাগ কেটে দিন কারণ এই পোকা সেখানে ডিম পাড়ে।

অন্যান্য ফসল:

- আউশ ধান, সবজি ও অন্যান্য দণ্ডায়মান ফসলের জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- বন্যা আক্রান্ত জমি থেকে বন্যার পানি নেমে গেলে নতুন সবজি চাষ শুরু করুন।
- আখের জমি থেকে বন্যার পানি সরে যাওয়ার সাথে সাথে আখের ঝাড় বেঁধে দিতে হবে।
- বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর পানের বরজের বেড়া মেরামত করুন।

মৎস্য:

- সাম্প্রতিক বন্যায় মৎস্যচাষীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। অধিকাংশ মাছ বন্যার পানিতে ভেসে গিয়েছে। বন্যার পানি নিষ্কাশনের পর নিম্নলিখিত কাজ করতে হবে-
    - আগাছা পরিষ্কার করুন।
    - বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিন।
    - তলিয়ে যাওয়া পুকুরগুলোতে পানি নেমে যাওয়ার পরপরই চারধার মেরামত করে নিন।
    - রৌদ্রজ্জ্বল দিনে মাছের পরিমানের উপর ভিত্তি করে ২৫০-৭৫০ গ্রাম/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের তিন দিন পর রৌদ্রজ্জ্বল দিনে ৮০-১০০ গ্রাম/শতাংশ হারে ইউরিয়া এবং ৪০-৫০গ্রাম/শতাংশ হারে টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে।
    - পুকুর থেকে মাছ বের হয়ে গিয়েছে কিনা জাল টেনে পরীক্ষা করুন। মাছ বের হয়ে যাওয়া পুকুরগুলোতে একটু বড় আকারের পোনা পুনরায় মজুদ করতে হবে।
    - ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে ১ কেজি চুন ও ৫ কেজি লবন প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে সবুজ ঘাস এবং ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।
- ঘাস পাওয়া না গেলে ভক্ষণযোগ্য গাছের পাতা যেমন কলা, বাঁশ, আম, কাঁঠালের পাতা খাওয়ান।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুটিয়ে ঠান্ডা করা পানি পান করান।
- গবাদি পশুকে ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- গবাদি পশুর পর্যাপ্ত খাবার ও থাকার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

হাঁসমুরগী:

- হাঁসমুরগী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। এ সময় হাঁসমুরগীকে ভাতের সাথে টেট্রাসাইক্লিন পাউডার খাওয়ান।
- পরিবর্তিত আবহাওয়াতে হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হাসঁ- মুরগীকে ভিটামিন ও খনিজসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।
- সুষম খাবার ও পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা করুন।
- রানীক্ষেত/বসন্ত রোগের টীকা প্রদান করুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (০১ সেপ্টেম্বর ২০২১, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ৩১ আগস্ট ২০২১ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০১	৩৩.৪	২৭.৩	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩৫.৭	২৬.৮
	টাঙ্গাইল	০০	৩৩.৮	২৫.৫		ঈশ্বরদী	১২	৩৩.৫	২৬.৫
	ফরিদপুর	০২	৩৩.৫	২৬.৫		বগুড়া	০১	৩৪.৪	২৭.৫
	মাদারীপুর	০০	৩৩.৫	২৬.৫		বদলগাছী	০০	৩২.৫	২৬.৫
	গোপালগঞ্জ	১০	৩২.২	২৬.০		তাড়াশ	০০	৩৪.০	২৭.৫
	নিক্‌লি	০৭	৩৪.৫	২৫.৫					
					রংপুর	রংপুর	০০	৩৪.০	২৬.৫
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	৩৩.৬	২৭.৩		দিনাজপুর	২৪	৩৫.৩	২৬.৪
	নেত্রকোনা	০৭	৩২.৭	২৭.০		সৈয়দপুর	০২	৩৪.৫	২৬.৪
						তেঁতুলিয়া	০৩	৩২.৪	২৫.৪
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৫০	৩৩.৩	২৫.০		ডিমলা	০১	৩২.০	২৬.০
	সন্দ্বীপ	০২	৩৩.৬	২৬.৮		রাজারহাট	০০	৩৩.৭	২৬.৮
	সীতাকুন্ড	০০	৩৫.০	২৫.৫					
	রাঙ্গামাটি	১১	৩৪.৫	২৫.০	খুলনা	খুলনা	০০	৩৩.৫	২৭.০
	কুমিল্লা	০১	৩৫.০	২৭.৫		মংলা	০৪	৩৪.২	২৬.৩
	চাঁদপুর	০০	৩৪.৫	২৭.৮		সাতক্ষীরা	০৪	৩২.২	২৭.০
	মাইজদীকোর্ট	০০	৩৩.০	২৭.৪		যশোর	০০	৩৪.২	২৬.৮
	ফেনী	০০	৩৫.২	২৬.৮		চুয়াডাঙ্গা	০৭	৩৩.৬	২৬.৩
	হাতিয়া	০২	৩২.৩	২৬.৮		কুমারখালী	০১	৩৩.৫	২৬.৩
	কক্সবাজার	২৩	৩২.৫	২৪.৮					
	কুতুবদিয়া	০০	৩২.৩	২৬.০	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩৩.৮	২৬.৩
	টেকনাফ	০০	৩২.৫	XX		পটুয়াখালী	সামান্য	৩৩.৭	২৬.৯
						খেপুপাড়া	১১	৩৩.০	২৬.২
সিলেট	সিলেট	০১	৩৪.০	২৫.০		ভোলা	০০	৩৩.৯	২৬.৭
	শ্রীমঙ্গল	০৮	৩৫.০	২৫.৩					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ২.৮৭ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৫৯ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (৩১ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

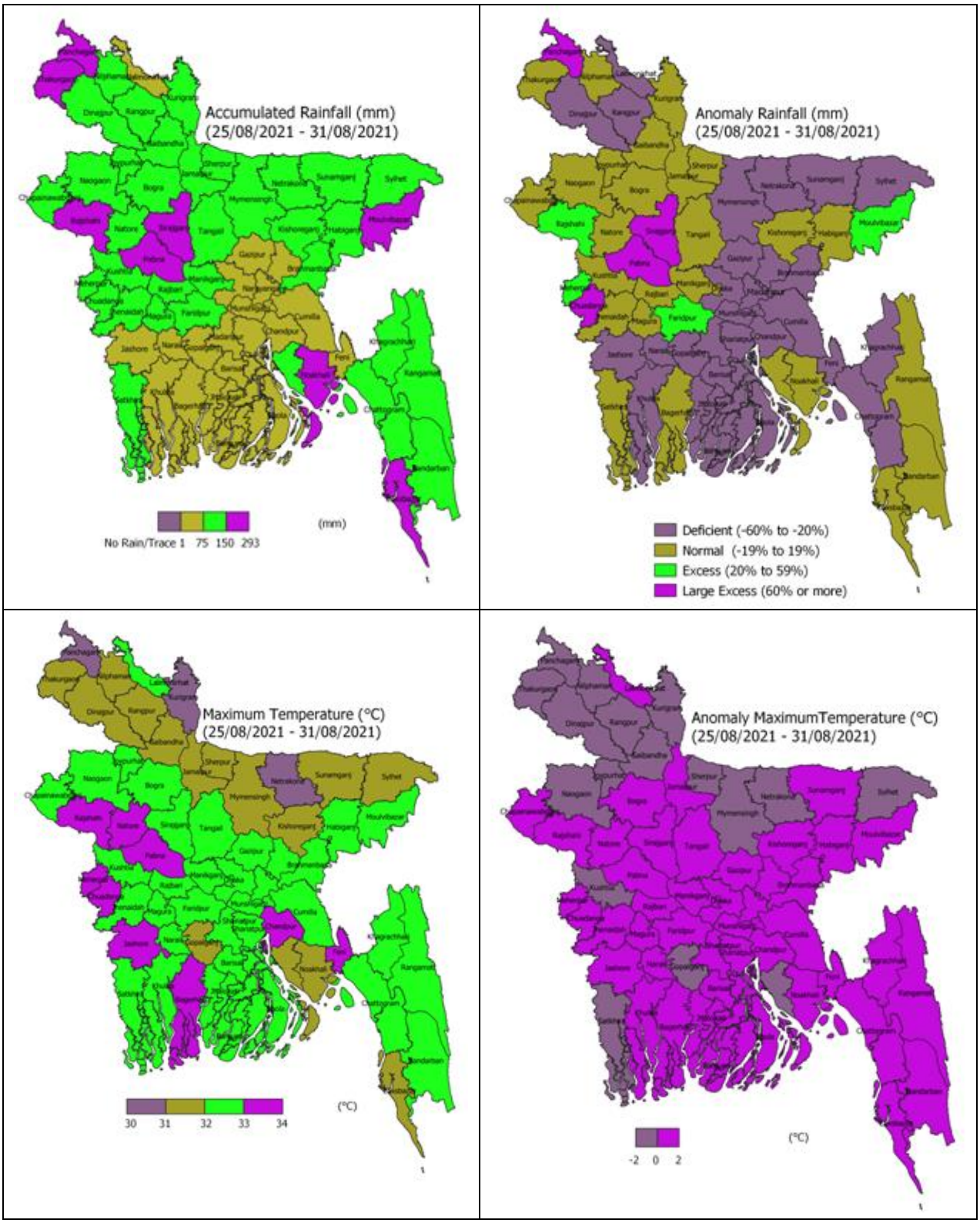

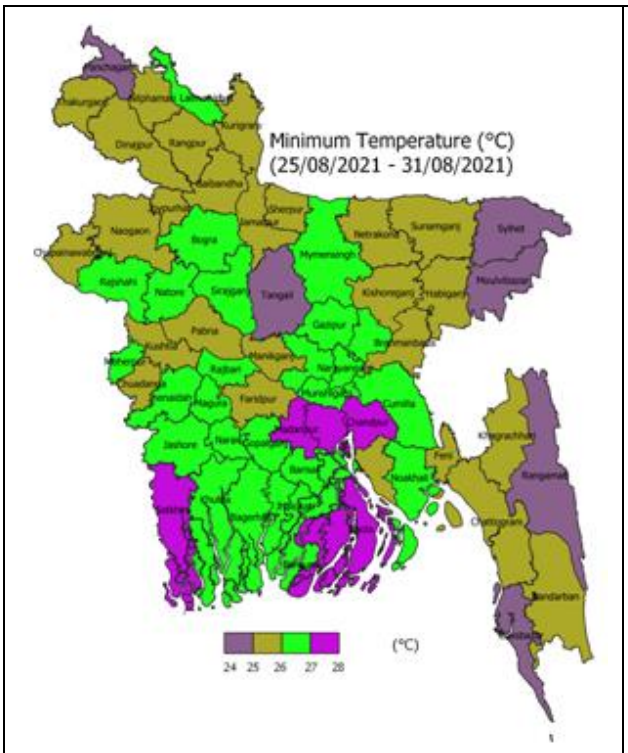
Minimum Temperature (°C)
(25/08/2021 - 31/08/2021)
24 25 26 27 28
(°C)

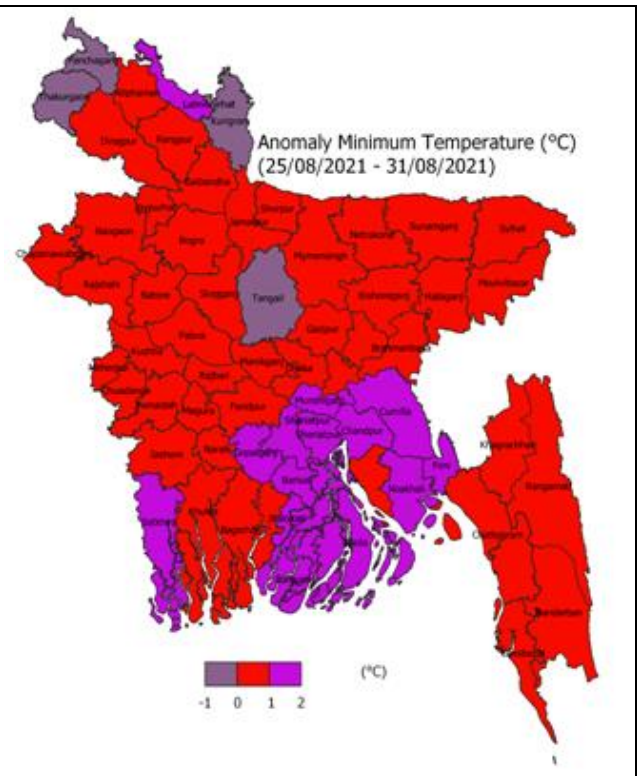
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(25/08/2021 - 31/08/2021)
-1 0 1 2
(°C)

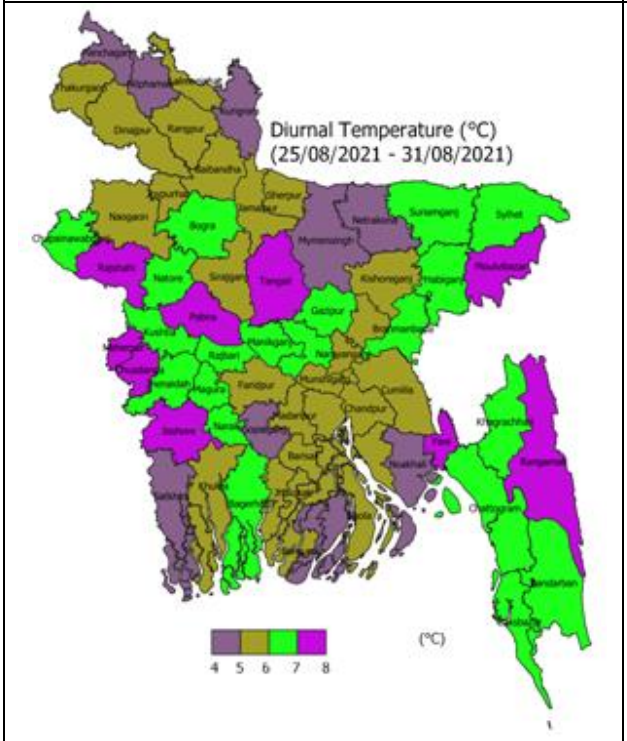
Diurnal Temperature (°C)
(25/08/2021 - 31/08/2021)
4 5 6 7 8
(°C)

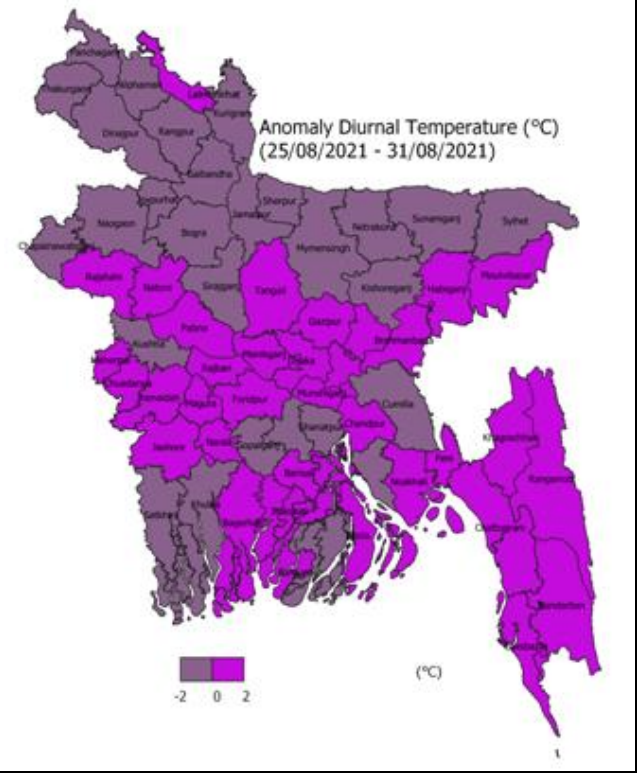
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(25/08/2021 - 31/08/2021)
-2 0 2
(°C)

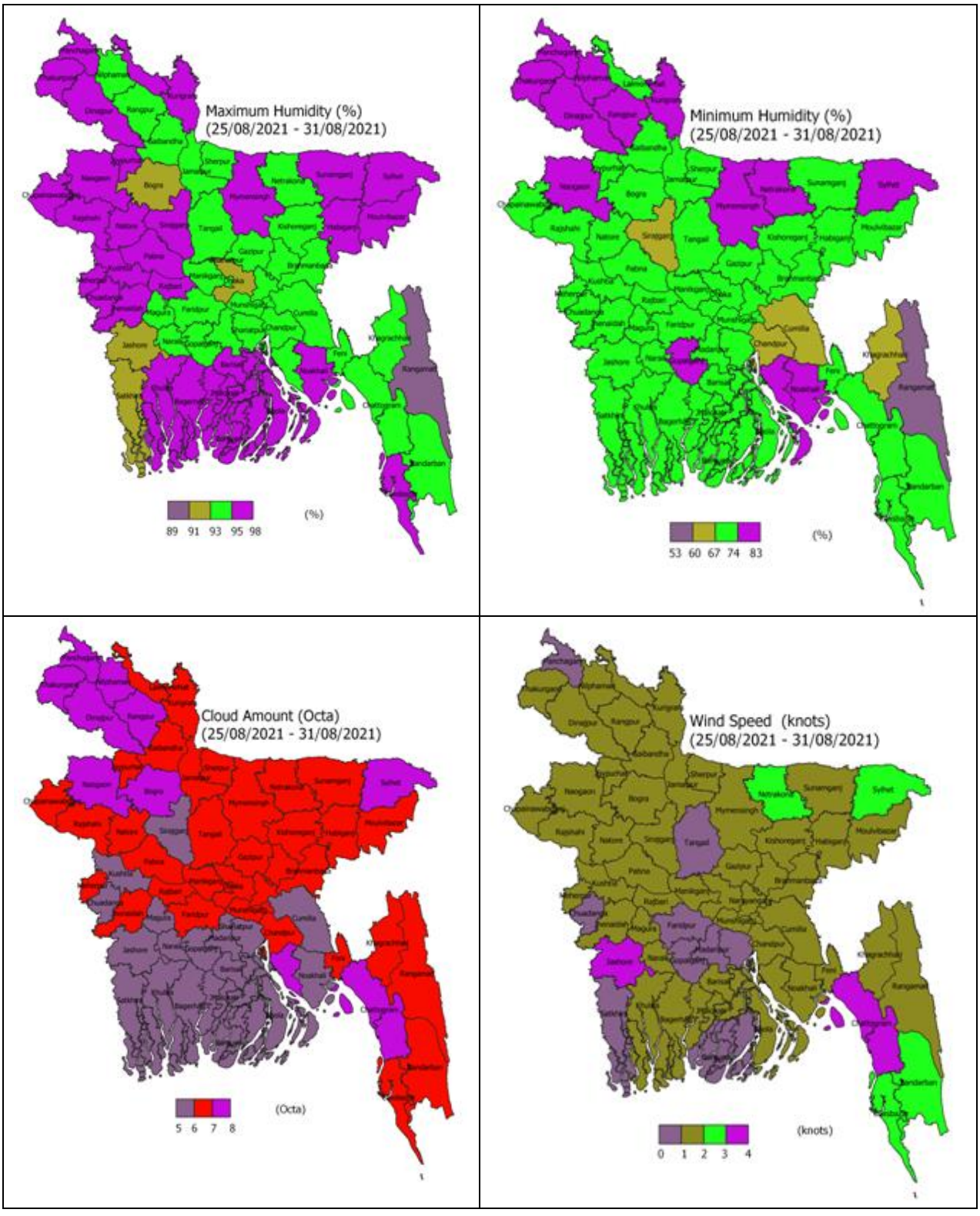
Maximum Humidity (%)
(25/08/2021 - 31/08/2021)
89 91 93 95 98
(%)
Minimum Humidity (%)
(25/08/2021 - 31/08/2021)
53 60 67 74 83
(%)
Cloud Amount (Octa)
(25/08/2021 - 31/08/2021)
5 6 7 8
(Octa)
Wind Speed (knots)
(25/08/2021 - 31/08/2021)
0 1 2 3 4
(knots)

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস ২৩/০৮/২০২১ হতে ৩১/০৮/২০২১ তারিখ পর্যন্তঃ

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৩.০০ থেকে ৪.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

এ সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৭৫ মিঃ মিঃ থেকে ৩.২৫ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ের প্রথমার্ধে রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের অনেক স্থানে এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু স্থানে অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা (০৪-১০মি.মি/প্রতিদিন) থেকে মাঝারি ধরণের (১১-২২মি.মি/প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি.মি/প্রতিদিন) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা রয়েছে।
- এ সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক স্থানে এবং ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু স্থানে অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা (০৪-১০মি.মি/প্রতিদিন) থেকে মাঝারি ধরণের (১১-২২মি.মি/প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি.মি/প্রতিদিন) বৃষ্টিপাত হতে পারে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে সারা দেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে এবং দ্বিতীয়ার্ধে সামান্য কমতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৫ সেপ্টেম্বর হতে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)

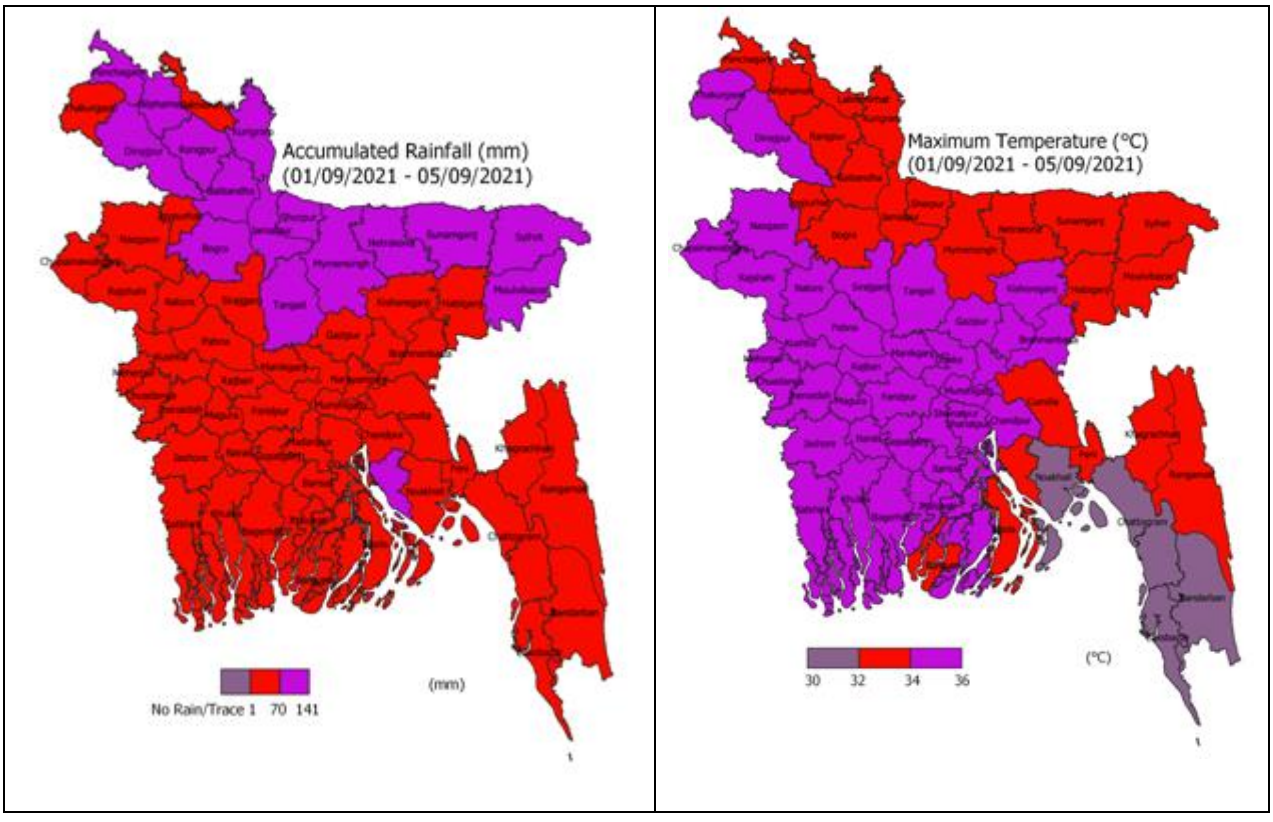

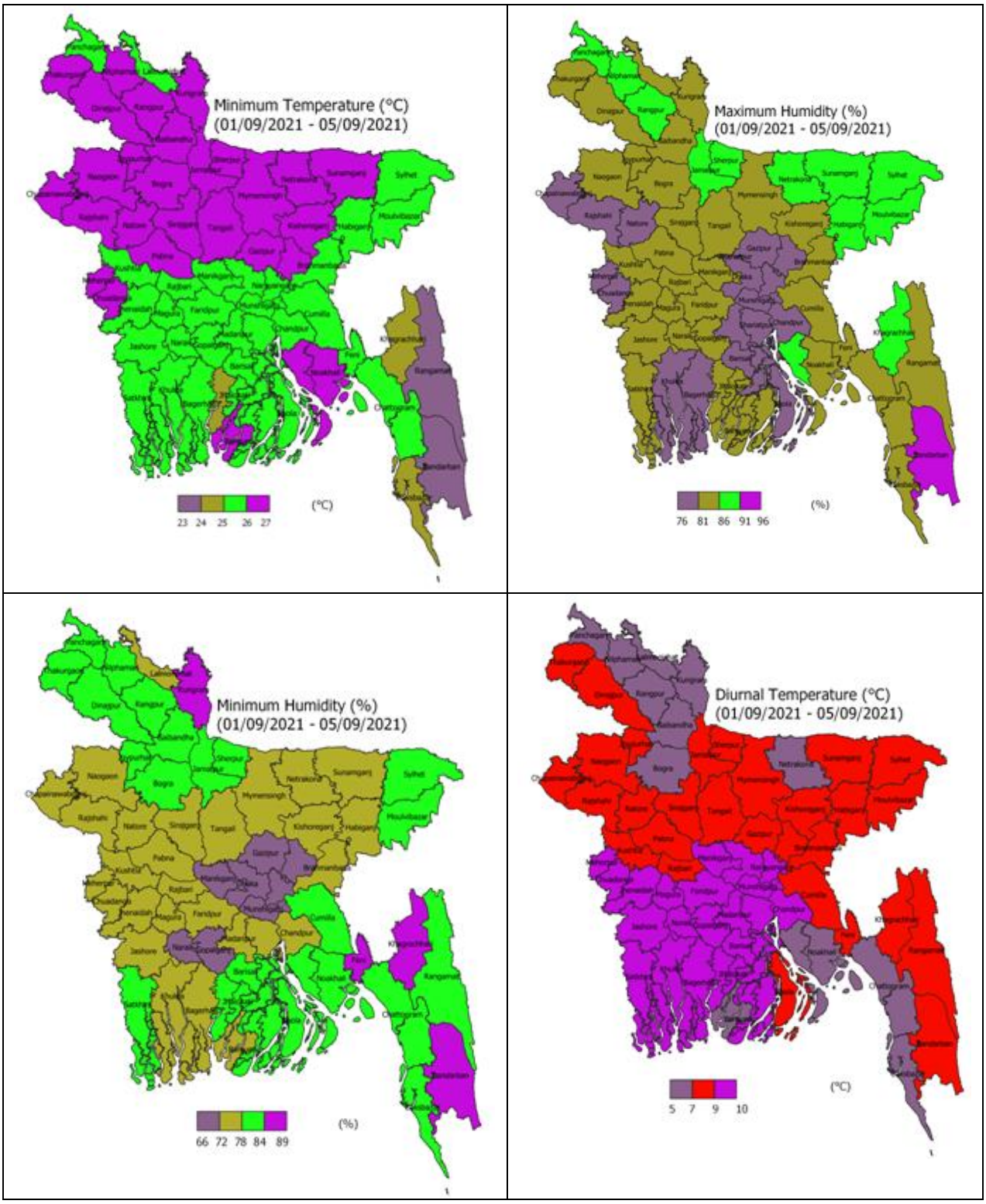
Minimum Temperature (°C)
(01/09/2021 - 05/09/2021)
23 24 25 26 27
(°C)
Maximum Humidity (%)
(01/09/2021 - 05/09/2021)
76 81 86 91 96
(%)
Minimum Humidity (%)
(01/09/2021 - 05/09/2021)
66 72 78 84 89
(%)
Diurnal Temperature (°C)
(01/09/2021 - 05/09/2021)
5 7 9 10
(°C)

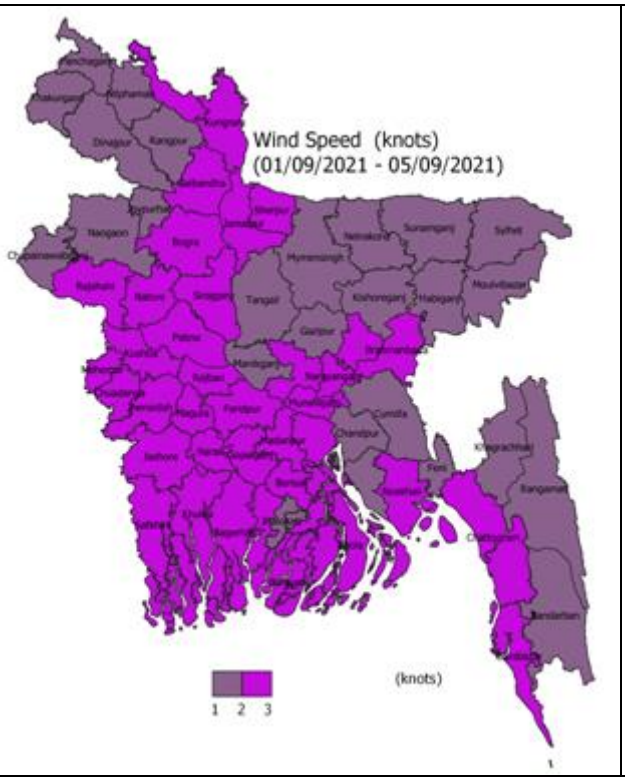
Wind Speed (knots)
(01/09/2021 - 05/09/2021)
(knots)
1 2 3

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week No. 33 (13 August- 19 August) over Agricultural regions of Bangladesh

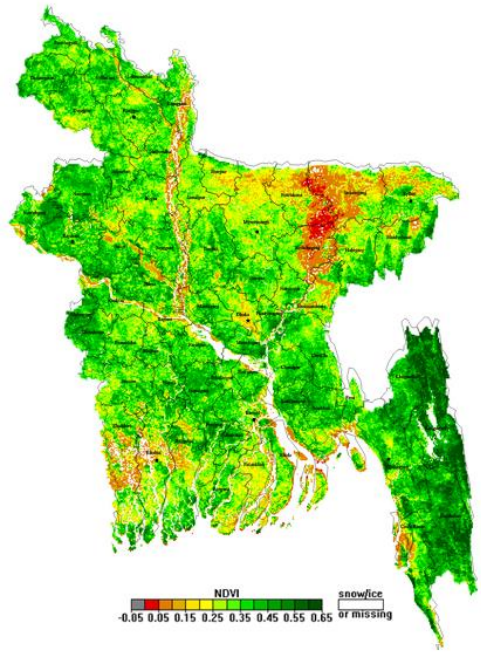

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 33 (13 August- 19 August) over Agricultural regions of Bangladesh

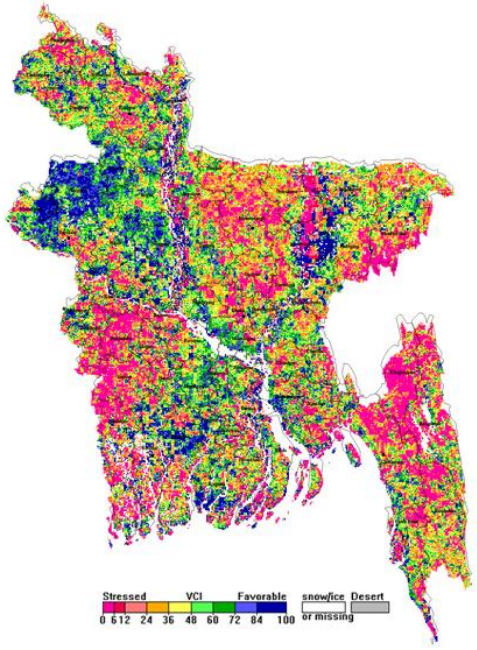

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 33 (13 August- 19 August) over Agricultural regions of Bangladesh

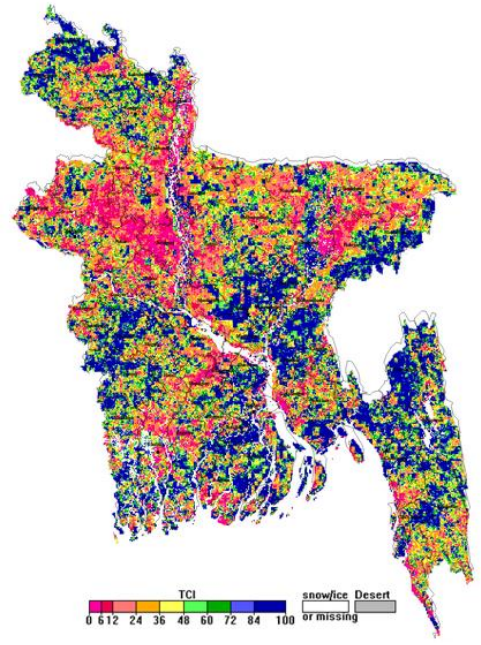

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 33 (13 August- 19 August) over Agricultural regions of Bangladesh